পঞ্চম অধ্যায়

দক্ষযজ্ঞ নাশ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ভবো ভবান্যা নিধনং প্রজাপতে-
রসৎকৃতায়া অবগম্য নারদাৎ ।
স্বপার্ষদসৈন্যং চ তদধ্বরর্ভূভি-
র্বিদ্রাবিতং ক্রোধমপারমাদধে ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ভবঃ**—শিব; **ভবান্যাঃ**—সতীর; **নিধনম্**—মৃত্যু; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতি দক্ষের কারণে; **অসৎ-কৃতায়াঃ**—অপমানিতা হয়ে; **অবগম্য**—শুনে; **নারদাৎ**—নারদের কাছ থেকে; **স্ব-পার্ষদ-সৈন্যম্**—তাঁর পার্ষদদের সৈন্যগণ; **চ**—এবং; **তৎ-অধ্বর**—তাঁর (দক্ষের) যজ্ঞ থেকে (উৎপন্ন); **ঋভুভিঃ**—ঋভুদের দ্বারা; **বিদ্রাবিতম্**—বিতাড়িত করেছে; **ক্রোধম্**—ক্রোধ; **অপারম্**—অসীম; **আদধে**—প্রদর্শন করেছেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—শিব যখন নারদের কাছ থেকে শুনলেন যে, তাঁর পত্নী সতী প্রজাপতি দক্ষের দ্বারা অপমানিতা হওয়ার ফলে দেহত্যাগ করেছেন এবং তাঁর সৈন্যরা ঋভু দেবতাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শিব বুঝতে পেরেছিলেন যে, দক্ষের সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা হওয়ার ফলে, সতী শিবের শুদ্ধতা প্রমাণ করতে পারবেন এবং তার ফলে দক্ষ এবং তাঁর মধ্যে মনোমালিন্যের মীমাংসা হবে। কিন্তু সেই মীমাংসা হয়নি। পক্ষান্তরে, সতী অনাহূতা হয়ে তাঁর পিতৃগৃহে গিয়ে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা না পেয়ে তাঁর পিতা কর্তৃক অপমানিতা

হয়েছিলেন। সতী নিজেই তাঁর পিতা দক্ষকে বধ করতে পারতেন, কারণ তিনি হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির মূর্ত প্রকাশ, এবং এই জড় জগতে সৃষ্টি এবং ধ্বংস করার অসীম শক্তি তাঁর রয়েছে। তাঁর শক্তির বর্ণনা করে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে—তিনি বহু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি এবং ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু এত শক্তিশালিনী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছায়ারূপে তাঁর নির্দেশনায় কার্য করেন। তাঁর পিতাকে দণ্ড দেওয়া সতীর পক্ষে কোন কঠিন কাজ ছিল না, কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে, যেহেতু তিনি তাঁর কন্যা, তাই তাঁর পক্ষে তাঁকে বধ করা উচিত নয়। তাই তিনি তাঁর নিজের দেহ ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন, যা তিনি দক্ষের থেকে লাভ করেছিলেন। সতীকে এইভাবে দেহত্যাগ করতে উদ্যত দেখেও দক্ষ তাঁকে নিরস্ত করার কোন চেষ্টা করেননি।

সতী যখন দেহত্যাগ করেন, তখন সেই সংবাদ নারদ শিবকে দেন। নারদ মুনি সর্বদাই এই প্রকার ঘটনার সংবাদ বহন করেন, কারণ তিনি এর গুরুত্ব সম্বন্ধে অবগত। শিব যখন জানতে পারেন যে, তাঁর সাধ্বী পত্নী সতী দেহত্যাগ করেছেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি এও জানতে পেরেছিলেন যে, ভৃগু মুনি যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে ঋভু দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত তাঁর সমস্ত সৈন্যদের বিতাড়িত করেছে। তাই তিনি এই অপমানের প্রত্যুত্তর দিতে মনস্থ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি দক্ষকে বধ করবেন বলে স্থির করেছিলেন, কেননা দক্ষই ছিল সতীর মৃত্যুর কারণ।

শ্লোক ২

ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জটি-
র্জটাং তড়িদ্বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্ ।
উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্
গম্ভীরনাদো বিসসর্জ তাং ভুবি ॥ ২ ॥

ক্রুদ্ধঃ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **সু-দষ্ট-ওষ্ঠ-পুটঃ**—দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে; **সঃ**—তিনি (শিব); **ধূঃ-জটিঃ**—মস্তকে জটা-সমন্বিত; **জটাম্**—এক গুচ্ছ চুল; **তড়িৎ**—বিদ্যুতের; **বহ্নি**—অগ্নির; **সটা**—অগ্নিশিখা; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **রোচিষম্**—প্রজ্বলিত; **উৎকৃত্য**—উৎপাটন করে; **রুদ্রঃ**—শিব; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থিতঃ**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **হসন্**—হেসে; **গম্ভীর**—গভীর; **নাদঃ**—ধ্বনি; **বিসসর্জ**—নিক্ষেপ করেছিলেন; **তাম্**—সেই (চুল); **ভুবি**—ভূমিতে।

অনুবাদ

শিব তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অধর দংশন করেছিলেন এবং তড়িৎ ও বহ্নিশিখার মতো দীপ্তিশালী এক গুচ্ছ চুল তাঁর মস্তক থেকে উৎপাটন করলেন, এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করে গম্ভীর শব্দে অট্টহাস্য করতে করতে সেই জটাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন।

শ্লোক ৩

ততোঽতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্দিবং
সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ ত্রিসূর্যদৃক্ ।
করালদংষ্ট্রো জ্বলদগ্নিমূর্ধজঃ
কপালমালী বিবিধোদ্যতায়ুধঃ ॥ ৩ ॥

ততঃ—সেই সময়; **অতিকায়ঃ**—এক বিশালকায় পুরুষ (বীরভদ্র); **তনুবা**—তাঁর দেহের দ্বারা; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে; **দিবম্**—আকাশ; **সহস্র**—এক হাজার; **বাহুঃ**—হাত; **ঘন-রুক্**—কৃষ্ণবর্ণ; **ত্রি-সূর্য-দৃক্**—তিনটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল; **করাল-দংষ্ট্রঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দন্ত-সমন্বিত; **জ্বলৎ-অগ্নি**—প্রজ্বলিত অগ্নির মতো; **মূর্ধজঃ**—মস্তকে কেশ-সমন্বিত; **কপাল-মালী**—নরমুণ্ডমালা পরিহিত; **বিবিধ**—বিভিন্ন প্রকার; **উদ্যত**—উদ্যত; **আয়ুধঃ**—অস্ত্রশস্ত্র।

অনুবাদ

তখন আকাশের মতো উঁচু এবং তিনটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক ভয়ঙ্কর শ্যামবর্ণ অসুরের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর দাঁতগুলি ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তাঁর মাথার কেশরাশি ছিল জ্বলন্ত অগ্নির মতো। বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রধারী সহস্র বাহু-সমন্বিত তাঁর গলায় ছিল নরমুণ্ডের মালা।

শ্লোক ৪

তং কিং করোমীতি গৃণন্তমাহ
বদ্ধাঞ্জলিং ভগবান্ ভূতনাথঃ ।
দক্ষং সযজ্ঞং জহি মদ্ভটানাং
ত্বমগ্রণী রুদ্র ভটাংশকো মে ॥ ৪ ॥

তম্—তাঁকে (বীরভদ্র); **কিম্**—কি; **করোমি**—করব; **ইতি**—এইভাবে; **গৃণন্তম্**—জিজ্ঞাসা করে; **আহ**—আদেশ করেছিলেন; **বদ্ধ-অঞ্জলিম্**—কৃতাঞ্জলিপুটে; **ভগবান্**—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর (শিব); **ভূত-নাথঃ**—ভূতদের ঈশ্বর; **দক্ষম্**—দক্ষকে; **স-যজ্ঞম্**—তাঁর যজ্ঞ সহ; **জহি**—হত্যা কর; **মৎ-ভটানাম্**—আমার সমস্ত পার্ষদদের; **ত্বম্**—তুমি; **অগ্রণীঃ**—মুখ্য; **রুদ্র**—হে রুদ্র; **ভট**—হে রণকুশল; **অংশকঃ**—আমার দেহ থেকে উৎপন্ন; **মে**—আমার।

অনুবাদ

সেই মহাকায় অসুর যখন কৃতাঞ্জলিপুটে শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে প্রভু, এখন আমি কি করব?" তখনই ভূতনাথ শিব তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন, "যেহেতু তুমি আমার দেহ থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তাই তুমি হচ্ছ আমার সমস্ত পার্ষদদের অধিনায়ক। অতএব, যজ্ঞস্থলে গিয়ে তুমি দক্ষ এবং তার সৈনিকদের সংহার কর।"

তাৎপর্য

এখানে *ব্রহ্ম-তেজ* এবং *শিব-তেজের* মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। ব্রহ্ম-তেজের দ্বারা ভৃগু মুনি ঋভু দেবতাদের সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁরা সেই যজ্ঞস্থল থেকে শিবের সৈনিকদের বিতাড়িত করেছিলেন। শিব যখন জানতে পারেন যে, তাঁর সৈনিকেরা বিতাড়িত হয়েছে, তখন তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি বিশালকায়, কৃষ্ণবর্ণ বীরভদ্র অসুরকে সৃষ্টি করেছিলেন। কখনও কখনও সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। সেটি হচ্ছে সংসারের রীতি। কেউ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হলেও তা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা মিশ্রিত অথবা আক্রান্ত হওয়া সম্ভব। সেটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতির নিয়ম। যদিও সত্ত্ব হচ্ছে চিৎ-জগতের মূলীভূত তত্ত্ব, কিন্তু এই জড় জগতে সত্ত্বগুণের শুদ্ধ প্রকাশ সম্ভব নয়। তার ফলে বিভিন্ন গুণের মধ্যে সংঘর্ষ সর্বদাই হতে থাকে। প্রজাপতি দক্ষকে কেন্দ্র করে শিব এবং ভৃগু মুনির মধ্যে এই যে সংঘর্ষ, তা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মধ্যে প্রতিযোগিতার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৫

আজ্ঞপ্ত এবং কুপিতেন মন্যুনা
স দেবদেবং পরিচক্রমে বিভুম্ ।
মেনে তদাত্মানমসঙ্গরংহসা
মহীয়সাং তাত সহঃ সহিষ্ণুম্ ॥ ৫ ॥

আজ্ঞপ্তঃ—আদিষ্ট হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **কুপিতেন**—ক্রুদ্ধ; **মন্যুনা**—শিবের দ্বারা (যিনি হচ্ছেন মূর্তিমান ক্রোধ); **সঃ**—তিনি (বীরভদ্র); **দেব-দেবম্**—যিনি দেবতাদের দ্বারা পূজিত; **পরিচক্রমে**—পরিক্রমা করেছিলেন; **বিভুম্**—শিবকে; **মেনে**—বিবেচনা করেছিলেন; **তদা**—তখন; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অসঙ্গ-রংহসা**—শিবের অপ্রতিহত শক্তির দ্বারা; **মহীয়সাম্**—অত্যন্ত শক্তিশালীর; **তাত**—হে বিদুর; **সহঃ**—শক্তি; **সহিষ্ণুম্**—সহ্য করতে সমর্থ।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের ক্রোধের মূর্তিমান প্রকাশ, এবং তিনি শিবের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন। এইভাবে, তিনি যে-কোন বিরোধী শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে নিজেকে সমর্থ বলে মনে করে শিবকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

অন্বীয়মানঃ স তু রুদ্রপার্ষদৈ-
র্ভৃশং নদদ্ভির্ব্যনদৎসুভৈরবম্ ।
উদ্যম্য শূলং জগদন্তকান্তকং
সম্প্রাদ্রবদ্ ঘোষণভূষণাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ৬ ॥

অন্বীয়মানঃ—যাঁকে অনুসরণ করা হয়েছিল; **সঃ**—তিনি (বীরভদ্র); **তু**—কিন্তু; **রুদ্র-পার্ষদৈঃ**—শিবের সৈনিকদের দ্বারা; **ভৃশম্**—ভয়ঙ্কর; **নদদ্ভিঃ**—গর্জন করে; **ব্যনদৎ**—শব্দ করেছিল; **সু-ভৈরবম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **উদ্যম্য**—বহন করে; **শূলম্**—ত্রিশূল; **জগৎ-অন্তক**—মৃত্যু; **অন্তকম্**—সংহার করে; **সম্প্রাদ্রবৎ**—অতি বেগে (দক্ষের যজ্ঞাভিমুখে) ধাবিত হয়েছিলেন; **ঘোষণ**—গর্জন করতে করতে; **ভূষণ-অঙ্ঘ্রিঃ**—পায়ে নূপুর পরে।

অনুবাদ

প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে শিবের অন্য বহু সৈনিকেরা সেই ভয়ঙ্কর ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে লাগল। তাঁর হাতে ছিল এক বিশাল ত্রিশূল, যা মৃত্যুকে পর্যন্ত বধ করতে সমর্থ ছিল, এবং তাঁর পদক্ষেপের ফলে তাঁর পায়ের নূপুরগুলিও যেন গর্জন করছিল।

শ্লোক ৭

অথর্ত্বিজো যজমানঃ সদস্যাঃ
ককুভ্যুদীচ্যাং প্রসমীক্ষ্য রেণুম্ ।
তমঃ কিমেতৎকুত এতদ্রজোঽভূ-
দিতি দ্বিজা দ্বিজপত্ন্যশ্চ দধ্যুঃ ॥ ৭ ॥

অথ—সেই সময়; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **যজমানঃ**—প্রধান যজ্ঞ-অনুষ্ঠানকারী (দক্ষ); **সদস্যাঃ**—যজ্ঞস্থলে সমবেত সমস্ত ব্যক্তিগণ; **ককুভি উদীচ্যাম্**—উত্তর দিকে; **প্রসমীক্ষ্য**—দর্শন করে; **রেণুম্**—ধূলির ঝড়; **তমঃ**—অন্ধকার; **কিম্**—কি; **এতৎ**—এই; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **এতৎ**—এই; **রজঃ**—ধূলি; **অভূৎ**—এসেছে; **ইতি**—এইভাবে; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **দ্বিজ-পত্ন্যঃ**—ব্রাহ্মণদের পত্নীগণ; **চ**—এবং; **দধ্যুঃ**—অনুমান করতে শুরু করেছিলেন।

অনুবাদ

তখন, সেই যজ্ঞে উপস্থিত পুরোহিত, যজমান, ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের পত্নীরা সকলে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই অন্ধকার এল কোথা থেকে। তার পর তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি ছিল একটি ধূলির ঝড়, এবং তখন তাঁরা সকলে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

বাতা ন বান্তি ন হি সন্তি দস্যবঃ
প্রাচীনবর্হির্জীবতি হোগ্রদণ্ডঃ ।
গাবো ন কাল্যন্ত ইদং কুতো রজো
লোকোঽধুনা কিং প্রলয়ায় কল্পতে ॥ ৮ ॥

বাতাঃ—বায়ু; **ন বান্তি**—প্রবাহিত হচ্ছে না; **ন**—না; **হি**—কারণ; **সন্তি**—সম্ভব; **দস্যবঃ**—দস্যুগণ; **প্রাচীন-বর্হিঃ**—প্রাচীন রাজা বর্হি; **জীবতি**—জীবিত রয়েছেন; **হ**—তা সত্ত্বেও; **উগ্র-দণ্ডঃ**—যিনি কঠোরভাবে দণ্ড দেবেন; **গাবঃ**—গাভীগণ; **ন কাল্যন্তে**—তাড়না করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না; **ইদম্**—এই; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **রজঃ**—ধূলি; **লোকঃ**—গ্রহলোক; **অধুনা**—এখন; **কিম্**—কি; **প্রলয়ায়**—প্রলয়ের জন্য; **কল্পতে**—আসন্ন বলে মনে করতে হবে।

অনুবাদ

সেই ঝড়ের কারণ সম্বন্ধে অনুমান করে তাঁরা বলেছিলেন—বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে না, কেউ গাভীর পাল তাড়না করেও নিয়ে যাচ্ছে না, দস্যুদের দৌরাত্ম্যের ফলেও এই ঝড় সম্ভব নয়, কারণ এখনও প্রবল পরাক্রমশালী রাজা বর্হি তাদের দণ্ড দেওয়ার জন্য জীবিত রয়েছেন। তা হলে এই ধূলির ঝড় সমুত্থিত হচ্ছে কোথা থেকে? তা হলে কি এই গ্রহের প্রলয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রাচীন-বর্হি জীবতি* বাক্যাংশটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সেই ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন বর্হি, এবং বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তখনও জীবিত ছিলেন, এবং তিনি ছিলেন একজন মহাপরাক্রমশালী শাসক। তাই দস্যু-তস্করদের আক্রমণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। পরোক্ষভাবে এখানে বলা হয়েছে যে, যে-রাজ্যে শক্তিশালী শাসক নেই, সেখানেই দস্যু, তস্কর এবং অবাঞ্ছিত জনগণ থাকতে পারে। যখন ন্যায়ের নামে চোরদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখনই এই প্রকার দস্যু এবং অবাঞ্ছিত জনগণ রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে। শিবের সৈনিক এবং অনুচরেরা যে রকম ধূলির ঝড় সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে তখনকার অবস্থা এই বিশ্বের প্রলয়কালীন অবস্থার মতো হয়েছিল। যখন সৃষ্টির বিনাশের প্রয়োজন হয়, তখন শিব সেই কার্যটি সম্পাদন করেন। তাই, তখন তাঁর দ্বারা যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা জগতের প্রলয়কালীন অবস্থার মতো হয়েছিল।

শ্লোক ৯

প্রসূতিমিশ্রাঃ স্ত্রিয় উদ্বিগ্নচিত্তা
ঊচুর্বিপাকো বৃজিনস্যৈব তস্য ।
যৎপশ্যন্তীনাং দুহিতৃণাং প্রজেশঃ
সুতাং সতীমবদধ্যাবনাগাম্ ॥ ৯ ॥

প্রসূতি-মিশ্রাঃ—প্রসূতি আদি; **স্ত্রিয়ঃ**—রমণীগণ; **উদ্বিগ্ন-চিত্তাঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **বিপাকঃ**—কুফল; **বৃজিনস্য**—পাপকর্মের; **এব**—বাস্তবিকপক্ষে; **তস্য**—তাঁর (দক্ষের); **যৎ**—যেহেতু; **পশ্যন্তীনাম্**—সমক্ষে; **দুহিতৃণাম্**—তাঁর ভগিনীদের; **প্রজেশঃ**—প্রজাপতি (দক্ষ); **সুতাম্**—তাঁর কন্যাকে; **সতীম্**—সতীকে; **অবদধ্যৌ**—অপমান করেছেন; **অনাগাম্**—সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ।

অনুবাদ

দক্ষের পত্নী প্রসূতি এবং সেখানে সমবেত অন্য সমস্ত স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন—প্রজাপতি দক্ষ নিরপরাধ সতীকে অবজ্ঞা করার ফলে, সতী যে তাঁর ভগিনীদের সমক্ষে দেহত্যাগ করেছেন, সেই পাপেরই ফলে এই সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে।

তাৎপর্য

কোমল হৃদয়সম্পন্না প্রসূতি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে, কঠোর হৃদয় প্রজাপতি দক্ষের পাপকর্মের ফলেই সেই আসন্ন বিপদ উপস্থিত হয়েছিল। দক্ষ এতই নিষ্ঠুর ছিলেন যে, তিনি তাঁর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সতীকে তাঁর ভগিনীদের সমক্ষে আত্মহত্যা করা থেকে রক্ষা করেননি। সতীর মা বুঝতে পেরেছিলেন সতী তাঁর পিতা কর্তৃক অপমানিত হয়ে কত গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। সতী দক্ষের অন্যান্য কন্যাদের সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু দক্ষ ইচ্ছা করে সতীকে ছাড়া আর সকলকে সম্ভাষণ করেছিলেন। সতীর প্রতি তাঁর এই অবজ্ঞার কারণ হচ্ছে, সতী ছিলেন শিবের পত্নী। সেই কথা বিবেচনা করে দক্ষের পত্নী স্থির নিশ্চিতরূপে সেই আসন্ন সঙ্কটের কারণ উপলব্ধি করেছিলেন, এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই জঘন্য কার্যের জন্য দক্ষকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে।

শ্লোক ১০

যস্ত্বন্তকালে ব্যুপ্তজটাকলাপঃ
স্বশূলসূচ্যর্পিতদিগ্‌গজেন্দ্রঃ ।
বিতত্য নৃত্যত্যুদিতাস্ত্রদোর্ধ্বজা-
নুচ্চাট্টহাসস্তনয়িত্নুভিন্নদিক্ ॥ ১০ ॥

যঃ—যিনি (শিব); **তু**—কিন্তু; **অন্ত-কালে**—প্রলয়ের সময়; **ব্যুপ্ত**—বিকীর্ণ করে; **জটা-কলাপঃ**—জটাজুট; **স্ব-শূল**—তাঁর ত্রিশূল; **সূচি**—অগ্রভাগে; **অর্পিত**—বিদ্ধ; **দিক্-গজেন্দ্রঃ**—দিক্‌সমূহের শাসক গজেন্দ্র; **বিতত্য**—বিক্ষিপ্ত করে; **নৃত্যতি**—নৃত্য করে; **উদিত**—উত্তোলিত; **অস্ত্র**—অস্ত্রশস্ত্র; **দোঃ**—বাহু; **ধ্বজান্**—পতাকা; **উচ্চ**—উচ্চস্বরে; **অট্ট-হাস**—অট্টহাস্য; **স্তনয়িত্নু**—প্রচণ্ড গর্জনের দ্বারা; **ভিন্ন**—বিভক্ত; **দিক্**—দিকমণ্ডল।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময়, শিবের জটাকলাপ বিক্ষিপ্ত হয়, এবং তিনি তাঁর ত্রিশূলের দ্বারা দিক্-গজেন্দ্রদের বিদ্ধ করেন। বজ্র যেমন মেঘসমূহকে সর্বত্র বিক্ষিপ্ত করে, তেমনভাবেই তাঁর বাহুরূপ ধ্বজাসমূহ বিস্তার করে তিনি অট্টহাস্য করতে করতে নৃত্য করেন।

তাৎপর্য

প্রসূতি, যিনি তাঁর জামাতা শিবের শক্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তিনি এখানে বর্ণনা করছেন যে, প্রলয়ের সময় শিব কি করেন। এই বর্ণনা ইঙ্গিত করে যে, শিব এমনই মহান শক্তিশালী, তাঁর সঙ্গে দক্ষের কোন তুলনাই হয় না। প্রলয়ের সময় শিব ত্রিশূল হস্তে বিভিন্ন গ্রহাদির দিকপালদের উপর নৃত্য করেন এবং তখন নিরন্তর বর্ষণের দ্বারা গ্রহলোকসমূহকে প্লাবিতকারী মেঘের মতোই তাঁর জটাকলাপ বিক্ষিপ্ত হয়। প্রলয়ের অন্তিম অবস্থায় সমস্ত গ্রহলোক জলমগ্ন হয়, এবং সেই প্লাবন হয় শিবের নৃত্যের ফলে। সেই নৃত্যকে বলা হয় *প্রলয়* নৃত্য। প্রসূতি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দক্ষ তাঁর কন্যাকে উপেক্ষা করার ফলেই নয়, অধিকন্তু শিবের প্রতিষ্ঠা এবং সম্মানের অবহেলা করার ফলেও সেই বিপদ উপস্থিত হয়েছে।

শ্লোক ১১

অমর্ষয়িত্বা তমসহ্যতেজসং
মন্যুপ্লুতং দুর্নিরীক্ষ্যং ভ্রুকুট্যা ।
করালদংষ্ট্রাভিরুদস্তভাগণং
স্যাৎস্বস্তি কিং কোপয়তো বিধাতুঃ ॥ ১১ ॥

অমর্ষয়িত্বা—প্রকোপিত করে; **তম্**—তাঁকে (শিবকে); **অসহ্য-তেজসম্**—যাঁর তেজ অসহনীয়; **মন্যু-প্লুতম্**—ক্রোধপূর্ণ; **দুর্নিরীক্ষ্যম্**—দেখতে অসমর্থ; **ভ্রু-কুট্যা**—তাঁর ভ্রূকুটির দ্বারা; **করাল-দংষ্ট্রাভিঃ**—তাঁর ভয়ঙ্কর দন্তরাজির দ্বারা; **উদস্ত-ভাগণম্**—নক্ষত্রসমূহকে বিক্ষিপ্ত করে; **স্যাৎ**—হতে পারে; **স্বস্তি**—মঙ্গল; **কিম্**—কিভাবে; **কোপয়তঃ**—(শিবকে) ক্রোধান্বিত করে; **বিধাতুঃ**—ব্রহ্মার।

অনুবাদ

সেই বিশাল কৃষ্ণকায় ব্যক্তিটি তাঁর ভয়ঙ্কর দন্তরাজি প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর ভ্রূকুটির প্রভাবে নক্ষত্রসমূহ কক্ষচ্যুত হয়েছিল, এবং তিনি তাঁর প্রচণ্ড তেজের

দ্বারা তাদের আচ্ছাদিত করেছিলেন। দক্ষের অসৎ আচরণের ফলে, তাঁর পিতা ব্রহ্মা পর্যন্ত সেই প্রচণ্ড ক্রোধ প্রদর্শন থেকে নিস্তার লাভ করতে পারতেন না।

শ্লোক ১২

বহ্বেবমুদ্বিগ্নদৃশোচ্যমানে
জনেন দক্ষস্য মুহুর্মহাত্মনঃ ।
উৎপেতুরুৎপাততমাঃ সহস্রশো
ভয়াবহা দিবি ভূমৌ চ পর্যক্ ॥ ১২ ॥

বহু—অনেক; **এবম্**—এইভাবে; **উদ্বিগ্ন-দৃশা**—ভয়ার্ত দৃষ্টিতে; **উচ্যমানে**—যখন এইভাবে বলছিলেন; **জনেন**—(যজ্ঞে সমবেত) ব্যক্তিদের দ্বারা; **দক্ষস্য**—দক্ষের; **মুহুঃ**—বারংবার; **মহা-আত্মনঃ**—কঠিন হৃদয়; **উৎপেতুঃ**—প্রকট হয়েছিল; **উৎপাত-তমাঃ**—অত্যন্ত বলশালী লক্ষণসমূহ; **সহস্রশঃ**—হাজার হাজার; **ভয়-আবহাঃ**—ভয় উৎপাদনকারী; **দিবি**—আকাশে; **ভূমৌ**—পৃথিবীতে; **চ**—এবং; **পর্যক্**—সমস্ত দিক থেকে।

অনুবাদ

এইভাবে যখন সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তখন দক্ষ পৃথিবীতে এবং আকাশে ভয়ঙ্কর সমস্ত অশুভ ইঙ্গিত দেখতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দক্ষকে *মহাত্মা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই *মহাত্মা* শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্নভাবে করেছেন। বীররাঘব আচার্য বলেছেন যে, এই মহাত্মা শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'স্থির হৃদয়'। অর্থাৎ, দক্ষ এতই কঠোর হৃদয় ছিলেন যে, তাঁর প্রিয় কন্যা যখন প্রাণ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখনও তিনি স্থির এবং অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু এত কঠোর হৃদয় হওয়া সত্ত্বেও, তিনি যখন সেই বিশাল কৃষ্ণকায় অসুরটির প্রভাবে নানা রকম উৎপাত দর্শন করতে লাগলেন, তখন তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, কাউকে যদি *মহাত্মা* বলে সম্বোধন করাও হয়, কিন্তু তিনি যদি মহাত্মার লক্ষণসমূহ প্রদর্শন না করেন, তা হলে তাঁকে *দুরাত্মা* বলে বিবেচনা করতে হবে। *ভগবদ্গীতায় (৯/১৩) মহাত্মা* শব্দে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে বর্ণনা করা

হয়েছে—*মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ* । *মহাত্মা* সর্বদাই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হন, অতএব দক্ষের মতো একজন অন্যায় আচরণকারী ব্যক্তি কিভাবে *মহাত্মা* হতে পারেন? *মহাত্মার* মধ্যে দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণ থাকা উচিত, এবং তাই দক্ষের মধ্যে সেই সমস্ত গুণগুলির অভাবের ফলে, তাঁকে *মহাত্মা* বলা যায় না; পক্ষান্তরে তাঁকে *দুরাত্মা* বলা উচিত। এখানে দক্ষের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে *মহাত্মা* শব্দটি ব্যঙ্গপূর্বক ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্লোক ১৩

তাবৎ স রুদ্রানুচরৈর্মহামখো
নানায়ুধৈর্বামনকৈরুদায়ুধৈঃ ।
পিঙ্গৈঃ পিশঙ্গৈর্মকরোদরাননৈঃ
পর্যাদ্রবদ্ভির্বিদুরান্বরুধ্যত ॥ ১৩ ॥

তাবৎ—অতি শীঘ্র; **সঃ**—তা; **রুদ্র-অনুচরৈঃ**—শিবের অনুচরদের দ্বারা; **মহা-মখঃ**—মহান যজ্ঞস্থল; **নানা**—বিবিধ প্রকার; **আয়ুধৈঃ**—অস্ত্রের দ্বারা; **বামনকৈঃ**—খর্বাকৃতি; **উদায়ুধৈঃ**—উত্তোলন করে; **পিঙ্গৈঃ**—কৃষ্ণকায়; **পিশঙ্গৈঃ**—পীত বর্ণাভ; **মকর-উদর-আননৈঃ**—মকরের মতো উদর এবং মুখ-সমন্বিত; **পর্যাদ্রবদ্ভিঃ**—চতুর্দিকে ছুটাছুটি করে; **বিদুর**—হে বিদুর; **অন্বরুধ্যত**—বেষ্টন করেছিল।

অনুবাদ

হে বিদুর! শিবের সমস্ত অনুচরেরা সেই যজ্ঞভূমি বেষ্টন করেছিল। তারা ছিল খর্বাকৃতি এবং বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; তাদের উদর এবং মুখ মকরের মতো কৃষ্ণ এবং পীত বর্ণাভ ছিল। তারা যজ্ঞভূমির সর্বত্র ছুটাছুটি করে মহা উৎপাত সৃষ্টি করেছিল।

শ্লোক ১৪

কেচিদ্বভঞ্জুঃ প্রাগ্বংশং পত্নীশালাং তথাপরে ।
সদ আগ্নীধ্রশালাং চ তদ্বিহারং মহানসম্ ॥ ১৪ ॥

কেচিৎ—কেউ; **বভঞ্জুঃ**—ভেঙে ফেলেছিল; **প্রাক্-বংশম্**—যজ্ঞ-মণ্ডপের স্তম্ভ; **পত্নী-শালাম্**—মহিলাদের কক্ষ; **তথা**—ও; **অপরে**—অন্যেরা; **সদঃ**—যজ্ঞস্থল;

আগ্নীধ্র-শালাম্—পুরোহিতদের গৃহ; **চ**—এবং; **তৎ-বিহারম্**—যজমানের গৃহ; **মহা-অনসম্**—পাকশালা।

অনুবাদ

কিছু সৈন্য যজ্ঞ-মণ্ডপের স্তম্ভ ভেঙে ফেলেছিল, কেউ কেউ পত্নীশালায় ঢুকে পড়েছিল, কেউ যজ্ঞস্থল বিনষ্ট করতে শুরু করেছিল এবং কেউ আবাসস্থল ও পাকশালায় প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ১৫

রুরুজুর্যজ্ঞপাত্রাণি তথৈকেঽগ্নীননাশয়ন্ ।
কুণ্ডেষ্বমূত্রয়ন্ কেচিদ্বিভিদুর্বেদিমেখলাঃ ॥ ১৫ ॥

রুরুজুঃ—ভেঙে ফেলেছিল; **যজ্ঞ-পাত্রাণি**—যজ্ঞে ব্যবহৃত পাত্রসমূহ; **তথা**—তেমনই; **একে**—কেউ কেউ; **অগ্নীন্**—যজ্ঞাগ্নি; **অনাশয়ন্**—নিভিয়ে দিয়েছিল; **কুণ্ডেষু**—যজ্ঞকুণ্ডে; **অমূত্রয়ন্**—মূত্রত্যাগ করেছিল; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **বিভিদুঃ**—ছিঁড়ে ফেলেছিল; **বেদি-মেখলাঃ**—যজ্ঞস্থলের সীমাসূত্র।

অনুবাদ

তারা যজ্ঞপাত্র ভেঙে ফেলেছিল, কেউ কেউ যজ্ঞাগ্নি নিভিয়ে দিয়েছিল, কেউ যজ্ঞস্থলের সীমাসূত্র ছিঁড়ে ফেলেছিল, এবং কেউ কেউ যজ্ঞকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করেছিল।

শ্লোক ১৬

অবাধন্ত মুনীনন্যে একে পত্নীরতর্জয়ন্ ।
অপরে জগৃহুর্দেবান্ প্রত্যাসন্নান্ পলায়িতান্ ॥ ১৬ ॥

অবাধন্ত—পথ রোধ করেছিল; **মুনীন্**—মুনিদের; **অন্যে**—অন্যেরা; **একে**—কেউ; **পত্নীঃ**—স্ত্রীদের; **অতর্জয়ন্**—তিরস্কার করেছিল; **অপরে**—অন্যরা; **জগৃহুঃ**—বন্দি করেছিল; **দেবান্**—দেবতাদের; **প্রত্যাসন্নান্**—নিকটবর্তী; **পলায়িতান্**—পলায়নকারী।

অনুবাদ

কেউ কেউ পলায়নকারী মুনিদের পথ রোধ করেছিল, কেউ কেউ সেখানে সমবেত স্ত্রীদের তিরস্কার করেছিল, এবং কেউ কেউ মণ্ডপ থেকে পলায়নকারী দেবতাদের বন্দি করেছিল।

শ্লোক ১৭

ভৃগুং ববন্ধ মণিমান্ বীরভদ্রঃ প্রজাপতিম্ ।
চণ্ডেশঃ পূষণং দেবং ভগং নন্দীশ্বরোঽগ্রহীৎ ॥ ১৭ ॥

ভৃগুম্—ভৃগু মুনিকে; **ববন্ধ**—বন্দি করেছিল; **মণিমান্**—মণিমান; **বীরভদ্রঃ**—বীরভদ্র; **প্রজাপতিম্**—প্রজাপতি দক্ষকে; **চণ্ডেশঃ**—চণ্ডেশ; **পূষণম্**—পূষাকে; **দেবম্**—দেবতা; **ভগম্**—ভগকে; **নন্দীশ্বরঃ**—নন্দীশ্বর; **অগ্রহীৎ**—বন্দি করেছিলেন।

অনুবাদ

শিবের এক অনুচর মণিমান ভৃগু মুনিকে বন্দি করেছিলেন, এবং কৃষ্ণকায় অসুর বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে বন্দি করেছিলেন। চণ্ডেশ নামক শিবের আর একজন অনুচর পূষাকে বন্দি করেছিলেন, এবং নন্দীশ্বর ভগ দেবতাকে বন্দি করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

সর্ব এবর্ত্বিজো দৃষ্ট্বা সদস্যাঃ সদিবৌকসঃ ।
তৈরর্দ্যমানাঃ সুভৃশং গ্রাবভির্নৈকধাদ্রবন্ ॥ ১৮ ॥

সর্বে—সকলে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সদস্যাঃ**—যজ্ঞে সমবেত সমস্ত সদস্যদের; **স-দিবৌকসঃ**—দেবতাগণ সহ; **তৈঃ**—সেই সমস্ত (পাথরের) দ্বারা; **অর্দ্যমানাঃ**—উপদ্রুত হয়ে; **সু-ভৃশম্**—অত্যন্ত; **গ্রাবভিঃ**—পাথরের দ্বারা; **ন একধা**—বিভিন্ন দিকে; **অদ্রবন্**—পলায়ন করতে লাগলেন।

অনুবাদ

নিরন্তর প্রস্তর বর্ষিত হচ্ছিল, এবং সমস্ত পুরোহিত ও যজ্ঞস্থলে সমবেত সমস্ত সদস্যরা তার ফলে এক মহা সঙ্কটে পতিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের জীবনের ভয়ে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

জুহ্বতঃ স্রুবহস্তস্য শ্মশ্রূণি ভগবান্ ভবঃ ।
ভৃগোর্লুলুঞ্চে সদসি যোঽহসচ্ছ্মশ্রু দর্শয়ন্ ॥ ১৯ ॥

জুহ্বতঃ—যজ্ঞাহুতি নিবেদন করে; **স্রুব-হস্তস্য**—যজ্ঞীয় স্রুব হস্তে; **শ্মশ্রূণি**—শ্মশ্রুরাজি; **ভগবান্**—সমস্ত ঐশ্বর্য-সমন্বিত; **ভবঃ**—বীরভদ্র; **ভৃগোঃ**—ভৃগু মুনির; **লুলুঞ্চে**—উৎপাটন করেছিলেন; **সদসি**—সেই সভায়; **যঃ**—যিনি (ভৃগু মুনি); **অহসৎ**—হেসেছিলেন; **শ্মশ্রু**—শ্মশ্রু; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে।

অনুবাদ

যিনি স্রুব হস্তে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি নিবেদন করছিলেন, বীরভদ্র সেই ভৃগু মুনির শ্মশ্রুরাজি উৎপাটন করেছিলেন।

শ্লোক ২০

ভগস্য নেত্রে ভগবান্ পাতিতস্য রুষা ভুবি ।
উজ্জহার সদস্থোঽক্ষ্ণা যঃ শপন্তমসূসুচৎ ॥ ২০ ॥

ভগস্য—ভগের; **নেত্রে**—উভয় চক্ষু; **ভগবান্**—বীরভদ্র; **পাতিতস্য**—নিক্ষেপ করে; **রুষা**—মহা ক্রোধে; **ভুবি**—ভূমিতে; **উজ্জহার**—উৎপাটন করেছিলেন; **সদ-স্থঃ**—বিশ্বসৃকদের সভায় স্থিত; **অক্ষ্ণা**—ভ্রূ সঞ্চালনের দ্বারা; **যঃ**—যিনি (ভগ); **শপন্তম্**—(শিবকে) শাপ প্রদানকারী (দক্ষ); **অসূসুচৎ**—অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

অনুবাদ

দক্ষ যখন শিবের নিন্দা করছিলেন, তখন ভগ দক্ষকে উৎসাহিত করেছিলেন, সেই কারণে বীরভদ্র ক্রোধভরে তাঁকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে তাঁর চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করেছিলেন।

শ্লোক ২১

পূষ্ণো হ্যপাতয়দ্দন্তান্ কালিঙ্গস্য যথা বলঃ ।
শপ্যমানে গরিমণি যোঽহসদ্দর্শয়ন্দতঃ ॥ ২১ ॥

পূষ্ণঃ—পূষার; **হি**—যেহেতু; **অপাতয়ৎ**—উৎপাটন করেছিলেন; **দন্তান্**—দন্তরাজি; **কালিঙ্গস্য**—কলিঙ্গরাজের; **যথা**—যেমন; **বলঃ**—বলদেব; **শপ্যমানে**—নিন্দা করার সময়; **গরিমণি**—শিব; **যঃ**—যিনি (পূষা); **অহসৎ**—হেসেছিলেন; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **দতঃ**—তাঁর দন্তরাজি।

অনুবাদ

অনিরুদ্ধের বিবাহের সময় দ্যূতক্রীড়াকালে বলদেব যেভাবে কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দন্তরাজি উৎপাটন করেছিলেন, সেইভাবে যে দক্ষ শিবের নিন্দার সময়ে দন্ত প্রকাশ করেছিলেন, এবং তখন সেই নিন্দার সমর্থন করে যে পূষাও তাঁর দন্তরাজি প্রদর্শন করে হেসেছিলেন, বীরভদ্র তাঁদের উভয়েরই দন্তরাজি উৎপাটন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি দন্তবক্রের কন্যাকে হরণ করেছিলেন, এবং তার ফলে তাঁকে বন্দি করা হয়। সেই জন্য তাঁকে যখন দণ্ড দেওয়ার আয়োজন করা হচ্ছিল, তখন বলরামের নেতৃত্বে দ্বারকা থেকে সৈন্যরা এসে সেখানে উপস্থিত হয়, এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই প্রকার যুদ্ধ খুবই স্বাভাবিক ছিল, বিশেষ করে বিবাহ উৎসবের সময়, যখন সকলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করতেন। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যুদ্ধ হত, এবং সেই যুদ্ধে অনেকে মারা যেত এবং অনেকে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হত। যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের মধ্যে আপস মীমাংসা হত, এবং সব কিছুরই সমাধান হয়ে যেত। দক্ষ যজ্ঞও সেই রকম ঘটনার মতোই ছিল। এখন দক্ষ, ভগদেব, পূষা, ভৃগু মুনি, তাঁরা সকলে শিবের সৈন্যদের দ্বারা দণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার পর চরমে সব কিছুরই শান্তিপূর্ণ সমাধান হবে। তাই পরস্পরের সঙ্গে এই প্রকার যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে শত্রুতাপূর্ণ ছিল না। যেহেতু সকলেই ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বৈদিক মন্ত্র বা যোগশক্তির দ্বারা তাঁদের শক্তি প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই দক্ষযজ্ঞে উভয় পক্ষই ব্যাপকভাবে তাঁদের যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

আক্রম্যোরসি দক্ষস্য শিতধারেণ হেতিনা ।
ছিন্দন্নপি তদুদ্ধর্তুং নাশক্নোৎ ত্র্যম্বকস্তদা ॥ ২২ ॥

আক্রম্য—বসে; **উরসি**—বক্ষে; **দক্ষস্য**—দক্ষের; **শিত-ধারেণ**—তীক্ষ্ণধার; **হেতিনা**—খড়্গের দ্বারা; **ছিন্দন্**—কাটতে; **অপি**—যদিও; **তৎ**—তা (মস্তক); **উদ্ধর্তুম্**—বিচ্ছিন্ন করতে; **ন অশক্নোৎ**—সক্ষম হননি; **ত্রি-অম্বকঃ**—বীরভদ্র (যাঁর তিনটি চক্ষু ছিল); **তদা**—তার পর।

অনুবাদ

তখন সেই বিশালকায় বীরভদ্র দক্ষের বুকের উপর বসে তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা তাঁর মস্তক ছেদন করতে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু দক্ষের শরীর থেকে তাঁর মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না।

শ্লোক ২৩

শস্ত্রৈরস্ত্রান্বিতৈরেবমনির্ভিন্নত্বচং হরঃ ।
বিস্ময়ং পরমাপন্নো দধ্যৌ পশুপতিশ্চিরম্ ॥ ২৩ ॥

শস্ত্রৈঃ—অস্ত্রের দ্বারা; **অস্ত্র-অন্বিতৈঃ**—মন্ত্রের দ্বারা; **এবম্**—এইভাবে; **অনির্ভিন্ন**—না কাটতে পেরে; **ত্বচম্**—ত্বক; **হরঃ**—বীরভদ্র; **বিস্ময়ম্**—বিস্মিত; **পরম্**—অত্যন্ত; **আপন্নঃ**—আচ্ছন্ন হয়েছিলেন; **দধ্যৌ**—চিন্তা করেছিলেন; **পশুপতিঃ**—বীরভদ্র; চিরম্—দীর্ঘকাল।

অনুবাদ

তিনি অস্ত্র এবং মন্ত্রের দ্বারাও দক্ষের মস্তক ছেদন করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চর্ম মাত্রও ছেদন করতে পারলেন না। তার ফলে বীরভদ্র অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

দৃষ্ট্বা সংজ্ঞপনং যোগং পশূনাং স পতির্মখে ।
যজমানপশোঃ কস্য কায়াত্তেনাহরচ্ছিরঃ ॥ ২৪ ॥

দৃষ্ট্বা—দেখে; **সংজ্ঞপনম্**—যজ্ঞে পশুবলির জন্য; **যোগম্**—যন্ত্র; **পশূনাম্**—পশুদের; **সঃ**—তিনি (বীরভদ্র); **পতিঃ**—প্রভু; **মখে**—যজ্ঞে; **যজমান-পশোঃ**—যজমানরূপী পশু; **কস্য**—দক্ষের; **কায়াৎ**—দেহ থেকে; **তেন**—সেই (যন্ত্রের) দ্বারা; **অহরৎ**—ছেদন করেছিলেন; **শিরঃ**—তাঁর মস্তক।

অনুবাদ

তখন বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে পশুবলি দেওয়ার যূপকাষ্ঠ দর্শন করে তার দ্বারা দক্ষের মস্তক ছেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যজ্ঞে পশুবলি দেওয়ার যে কৌশলগত ব্যবস্থা ছিল, তা মাংস আহারের সুবিধার জন্য নয়। পশুবলির বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক মন্ত্রের প্রভাবে উৎসর্গীকৃত পশুকে নবীন জীবন দান করা। পশুবলি দেওয়া হত বৈদিক মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য, এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হত মন্ত্রের পরীক্ষার জন্য। আধুনিক যুগেও শারীরবৃত্তীয় গবেষণাগারে পশুর শরীরের উপর ওষুধ ইত্যাদির পরীক্ষা করা হয়। তেমনই, ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র সঠিকভাবে উচ্চারণ করছেন কি না, তার পরীক্ষা হত যজ্ঞস্থলে। চরমে, এইভাবে উৎসর্গীকৃত পশুর কোন রকম ক্ষতি হত না। বৃদ্ধ পশুদের বলি দেওয়া হত, কিন্তু পরিণামে তাদের জরাগ্রস্ত শরীরের পরিবর্তে তারা নতুন শরীর প্রাপ্ত হত। সেটিই ছিল বৈদিক মন্ত্রের পরীক্ষা। বীরভদ্র যূপকাষ্ঠে পশু বলি দেওয়ার পরিবর্তে, সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে দক্ষকে বলি দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

সাধুবাদস্তদা তেষাং কর্ম তত্তস্য পশ্যতাম্ ।
ভূতপ্রেতপিশাচানামন্যেষাং তদ্বিপর্যয়ঃ ॥ ২৫ ॥

সাধু-বাদঃ—আনন্দময় কোলাহল; **তদা**—সেই সময়; **তেষাম্**—তাঁদের (শিবের অনুচরদের); **কর্ম**—ক্রিয়া; **তৎ**—সেই; **তস্য**—তাঁর (বীরভদ্রের); **পশ্যতাম্**—দর্শন করে; **ভূত-প্রেত-পিশাচানাম্**—ভূত, প্রেত এবং পিশাচদের; **অন্যেষাম্**—অন্যদের (দক্ষ পক্ষীয়দের); **তৎ-বিপর্যয়ঃ**—তার বিপরীত (হাহাকার)।

অনুবাদ

বীরভদ্রের সেই কার্য দর্শন করে, শিবপক্ষীয় ভূত, প্রেত এবং পিশাচেরা সাধু সাধু বলে কোলাহল করে উঠল; কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণেরা দক্ষের মৃত্যুতে হাহাকার করে উঠল।

শ্লোক ২৬

জুহাবৈতচ্ছিরস্তস্মিন্দক্ষিণাগ্নাবমর্ষিতঃ ।
তদ্দেবযজনং দগ্ধ্বা প্রাতিষ্ঠদ্ গুহ্যকালয়ম্ ॥ ২৬ ॥

জুহাব—আহুতিরূপে উৎসর্গীকৃত; **এতৎ**—সেই; **শিরঃ**—মস্তক; **তস্মিন্**—তাতে; **দক্ষিণ-অগ্নৌ**—দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে; **অমর্ষিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বীরভদ্র; **তৎ**—দক্ষের; **দেব-যজনম্**—দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের আয়োজন; **দগ্ধ্বা**—আগুন জ্বালিয়ে; **প্রাতিষ্ঠৎ**—প্রস্থান করেছিলেন; **গুহ্যক-আলয়ম্**—গুহ্যকদের আলয় (কৈলাস)।

অনুবাদ

বীরভদ্র তখন মহা ক্রোধে দক্ষের মস্তকটি নিয়ে দক্ষিণ দিকস্থ যজ্ঞাগ্নিতে তা আহুতির মতো নিক্ষেপ করেছিলেন। এইভাবে শিবের অনুচরেরা যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন তচনছ করে, এবং সমস্ত যজ্ঞস্থলে আগুন জ্বালিয়ে তাঁদের প্রভুর ধাম কৈলাসের উদ্দেশে প্রস্থান করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'দক্ষযজ্ঞ নাশ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।